**কবিতাটা 1975-এ লিখিত ও 'দেশ'-এ প্রকাশের জন্য গৃহীত হবার এক-দেড় মাস পর ওয়াটারলু স্ট্রীটে অম্বর বার-রেস্তোরাঁয় দুপুরবেলা স্বনামধন্য সম্পাদক সাগরময় ঘোষ জানালেন জরুরি অবস্থা চলায় এটা প্রকাশের জন্য সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এরপর এটা বেশ কিছু দিন ভূপেন হাজারিকার কাছেই থাকত। যে-কোনও ঘরোয়া আড্ডায় তাঁর আন্তরিক অনুরোধে কবিতাটা কখনও কখনও আমাকে পড়তেও হয়েছে। বহদিন অপ্রকাশিত এই লেখাটা তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে প্রায়ই বলতেন, সুরে তালে বসিয়ে এই গদ্যকেও তিনি গাইবেন।

কাল স্বপ্নের মধ্যে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কাল স্বপ্নের মধ্যে আমার খুব অহংকার হয়েছিল
এমনিতে সাইকেলে হেডলাইট ছিল না বলে পুলিশ আমাকে সারারাত
লকআপে রেখেছে কতদিন
নিজের বাড়ি ছিল না বলে আমি কখনো নারীর দিকে হাত বাড়াইনি
পায়ে জুতো ছিল না বলে তাবৎ কীট-পতঙ্গ উল্লাসে উৎপাত করেছে
আমার দু-পায়ে
আমি কখনো বন্যার্ত-তহবিলে একটাকা চাঁদা দিতে পারিনি
ভিড়ের মধ্যে গলা উঁচিয়ে বলতে পারিনি, আমাদের এই সময়
আমার পছন্দ নয়!

অথচ কাল স্বপ্নের মধ্যে ময়দানে ঈদের নামাজের মতো হাজার-হাজার
কবিতা আমার সামনে নতজানু
আমি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করিনি
আমি তাদের বলেছি
দ্যাখো, এসব আমার ভালো লাগছে না। আমি তোমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলুম,
এর মধ্যে আমাদের যুগকে মমতাময়ী নারীর মতো করে দিতে হবে,
না-হলে আমি সব ভস্ম করে দেবো। সাবধান! আমার নাম অমরেন্দ্র চক্রবর্তী!